দৈনিক খবর

22

তারিখ ... 21 JUN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

সবার জন্য শিক্ষা

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছেন। দেশের সাড়ে এগার কোটি মানুষের ঘরে শিক্ষার আলো পৌছে দেয়াই এর লক্ষ্য। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সবার ঘরে শিক্ষার আলো পৌছুবে কি? নাকি সরকারের বিঘোষিত শিক্ষানীতি শুধু কাগজে- কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

সরকারের ঘোষণা সত্ত্বেও শিক্ষার সামাজিকীকরণ ছাড়া সবার ঘরে শিক্ষার আলো পৌছে দেয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কারণ আমাদের দেশ শুধু দরিদ্রই নয়, সামাজিকভাবে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ একটা দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের সন্তানদের বিদ্যালয়ে টেনে আনা খুবই দুরূহ কাজ। বিশেষ করে বলা দরকার যে, বাংলাদেশ মানেই গ্রাম- ৫৮ হাজার গ্রাম নিয়ে বাংলাদেশ। এই ৫৮ হাজার গ্রামের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ধনী কৃষকের পর্যায়ে পড়ে, বাকী সবাই মধ্যম ও গরীব কৃষক। এছাড়াও রয়েছে বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন কৃষক ও বিত্তহীন দিনমজুর। গরীব কৃষক ও দিনমজুররা যুগ যুগ ধরে নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে আছে। এছাড়া মধ্যম শ্রেণীর কৃষক পরিবারেও লেখাপড়ার চর্চা খুবই কম। ইদানীং কিছু কিছু পরিবারে লেখাপড়ার প্রতি ঝোঁক দেখা দিলেও অধিকাংশে কৃষক পরিবারের সন্তানরা বাল্যকাল থেকেই চাষাবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করে। তাই গ্রামীণ সমাজের বৃহত্তর অংশেই পড়ালেখার চর্চা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। দিনমজুর ও প্রান্তিক চাষীদের তো কথাই নেই- এমনকি মধ্যম শ্রেণীর কৃষক পরিবারেও ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে আগ্রহ বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না। একটি অনগ্রসর কৃষি সমাজের অবস্থা যা হয়, আমাদের অবস্থাটাও ঠিক তাই। অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কার সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপ্টে ধরেছে। সুতরাং এখানে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনে সফল হতে হলে সমাজকে সে ব্যাপারে উদ্দীপিত করে তোলার জন্যে প্রশাসনিক ও সামাজিক উভয় পর্যায়েই ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ সম্প্রতি এ বিষয়টার ওপর গুরুত্বারোপ করায় আমরা খুশী হয়েছি। গত ১৮ই জুন টেকনাফে এক ভাষণে তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, শিক্ষা ছাড়া জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভবপর নয়। তাই দলমত নির্বিশেষে সবাইকে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।

এ কথা ঠিক যে, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নীতির বাস্তবায়ন ছাড়া নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করা যাবে না। দরিদ্র ও অনগ্রসর কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলেই এ ব্যাপারে সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এবং কেবলমাত্র সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেই বিপুল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত করে তোলা যেতে পারে। দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ ব্যাপারে বাঞ্ছিত ফল লাভের আশা করা যায়। অতএব, বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষা নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলারও উদ্যোগ নিতে হবে। প্রশাসনিক পদক্ষেপের মধ্যে জরুরী হলো গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্তসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগসহ শিক্ষা সরঞ্জামের যোগান দেয়া। এ ক্ষেত্রে বলা দরকার যে, দেশে চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে অধিকাংশেরই অবস্থা নড়বড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশের পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের খোলা আকাশের নীচে বসে ক্লাস করার বহু সচিত্র প্রতিবেদন জাতীয় দৈনিকগুলোতে ছাপা হয়েছে। বিধ্বস্ত বিদ্যালয়গুলোর পুনর্নির্মাণে গাফিলতি বা দীর্ঘসূত্রিতার পেছনে কি কারণ আছে তা আমাদের জানার কথা নয়। তবে আমরা এটা বুঝতে সক্ষম যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলোর মেরামত বা পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলোর বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি যেটুকু আগ্রহ আগে ছিল এখন তাও বিনষ্ট হবার পথে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত বিদ্যালয় ভবনগুলোর পুনর্নির্মাণসহ প্রয়োজনমত শিক্ষক নিয়োগ এবং চেয়ার, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড ও অন্যান্য সরঞ্জাম যথারীতি যোগান দিতে হবে। এসব আশু করণীয় কাজগুলো সমাধা করা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো কখনও সম্ভবপর হবে না। তাই এ ব্যাপারে অবিলম্বে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

একই সাথে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজও এখনই শুরু করতে হবে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের সদস্যরা এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। তবে এ লক্ষ্যে তারা কিভাবে কাজ করবেন সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন আছে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদগুলোকে সঠিকভাবে সক্রিয় করে তুলতে পারলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা অনেকটা সহজসাধ্য হবে বলে আমরা মনে করি। এছাড়া দলমত নির্বিশেষে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসতে হবে। সামগ্রিকভাবে একটা ফলপ্রসূ জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব।